সমালোচনা।

প্রহেলী ও দীপক—শ্রীশৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী।

দু'খানি কবিতার বই—স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ না ক'রে কবি দু'টীকে একসঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। কবির চিন্তাধারা তথা প্রকাশভঙ্গীর ক্রমবিকাশের দিক্ দিয়ে বিচার ক'র্‌বার একটা বিশেষ সুবিধা এতে হ'য়েছে।

'প্রহেলী'র কবিচিত্ত স্পষ্ট বস্তুতন্ত্রতা থেকে 'দীপকে'র ভিতর ভাবরসের মাধুর্য্যে সার্থকতা লাভ ক'রেছে। রহস্যময়ীকে ভাষা তথা ছন্দের বন্ধনে পরিস্ফুট রূপ দেওয়া সম্ভব নয়; কাজেই ভাষার মধ্যেও একটা অস্পষ্টতা থেকে যায়, যা ইঙ্গিতে রহস্যের স্বরূপকে আভাষিত ক'রে তোলে। সত্যকার কাব্যের এইখানেই বৈশিষ্ট্য এবং কবির এইখানেই নৈপুণ্য। 'দীপকে'র কয়েকটী কবিতাতে এই লক্ষণ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। 'ওগো আমার সাথী', 'কেন বলি নাই কথা', 'শিশু', 'নব বর্ষের গান' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। এ ছাড়া শুদ্ধ বস্তুতন্ত্রী কবিতাও অনেক আছে। ভাষা, ছন্দ, রচনাশৈলী, গতির সাবলীলতা এই কবিতাগুলিতে 'প্রহেলী'র এই জাতীয় কবিতার চেয়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ ক'রেছে তাই ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে 'প্রহেলী'র কবিতাকে আমরা কবিতা হিসাবে অস্বীকার ক'র্‌তে চাইছি। মোটেই তা নয়। কবির কাব্য-সাধনার প্রথম ফল 'প্রহেলী'। কিন্তু কবিতাগুলি সে হিসাবে নিরর্থক হয় নাই। 'মরুপথে', 'জীবনরহস্য', 'মৃত্যু বিভীষিকা', 'বাণী' প্রভৃতির ভিতর কাব্যরসের প্রচুর নিদর্শন বর্ত্তমান রয়েছে।

বাংলায় সারস্বত-সভায় আমরা এই তরুণ কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'র্‌ছি।